তারিখ ... 4 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত পূর্ণ প্যানেল দাবি সিনেট নির্বাচনে বিজয়ী

অপর পক্ষের পুনঃ নির্বাচন দাবী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়েছে। ২৫টির মধ্যে ২৫টিতেই তারা জয়লাভ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী টিএসসি এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট গণনার পর

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বিএনাপ-জামায়াত সমর্থিত

(প্রথম পৃঃ পর)

রাত সোয়া ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ সমর্থিত গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ গতকাল সন্ধ্যায় এক প্রেস ব্রিফিং-এ সিনেট নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে অনিয়মের অভিযোগ এনে পুনরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়েছে।

গত ২২ ও ২৭ মে ঢাকার বাইরে ৩৪টি কেন্দ্রে এবং গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৩ হাজার ভোটারের মধ্যে ১৪ হাজার ৮৬৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ঢাকার ২টি কেন্দ্রে সন্ধ্যায় ভোট গণনায় জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের প্রার্থীদের এগিয়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়লে সরকার সমর্থিত শিক্ষক, বিএনপি, ছাত্রদল নেতাকর্মীরা টিএসসিতে ভীড় জমায়।

নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন এবিএম ফজলুল করীম (প্রাপ্ত ভোট ৮১২৭), একেএম রফিকুন্নবী (৮০২১), আবদুল আজিজ (৮১৬৫), চৌধুরী মাহমুদ হাসান (৮০১৮), গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (৮২৫৪), কামরুন্নাহার আহমেদ (৮০৩৬), এম শরিফুল ইসলাম (৮০১৮), আব্দুল হালিম পাটওয়ারী (৭৭১৬), আবদুল মান্নান মিঞা (৭৭৪০), আবুল বাশার (৭৭৫৬), আবুল কাশেম (৭৬৪৮), আকবর আলী (৭৪৯৬), মুহাম্মদ আশরাফুল হক (৭৭৬০), হারুনুর রশিদ পাঠান (৭৫৪৯), জসীম উদ্দিন সরকার (৭৫৪৫), শিয়াকত আলী (৭৩৯৭), মাসুদ আহমেদ তালুকদার (৭৪২৭), মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস (৭৪৯৩), মোযাহারুল হান্নান (৭৪৫৯), নূরুল ইসলাম (৭৭৯৮), নূর আলম কামরুল আহসান (৭৫৫৩), রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (৭৯১০), শিরীন সুলতানা (৮২১৪), তৈমুর আলম খন্দকার (৭৬৯৭) এবং উম্মে কুলসুম (৮০৫০)। নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পান সাংবাদিক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (গিয়াস কামাল চৌধুরী)। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচনের চীফ প্রিজাইডিং অফিসার ও প্রো-ভিসি অধ্যাপক আ, ফ, ম ইউসুফ হায়দার।

শাহবাগে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের কার্যালয়ে দলের আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট সৈয়দ আহমেদ বলেছেন, ২২শ' ডুপ্লিকেট ভোটার কার্ডের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হয়েছে। আমরা এ নির্বাচন মানি না। নতুন নির্বাচন দিতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকার বাইরে ভোট অনুষ্ঠানের ১২ দিন পর ভোট গণনা হয়েছে। এতদিনে ভোট বাক্সে কি কি হয়েছে তা জানি না। আমরা আইনজীবীদের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিব আদালতে যাব কিনা।

রাতে ফলাফল ঘোষণার পর জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের পক্ষে অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এ জয় দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তির জয়। আজ যারা নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করছে তাদের আমলেই সিনেট নির্বাচন সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়েছে।